মেধা লালন প্রকল্প
হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

অবশ্য পালনীয় নিয়মকানুন :

১। ফাউন্ডেশনে পাঠানো যেকোনো প্রতিবেদন বা চিঠির শেষে তোমার নামের সাথে অবশ্যই সদস্য নম্বর লিখতে হবে। সদস্য নম্বর ছাড়া পাঠানো যে কোন কাগজ, বা চিঠিপত্র ফাউন্ডেশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

২। ছোট কাগজ বা চিরকুটে লেখা কোন চিঠি/প্রতিবেদন গ্রহণ করা হবে না। বড় সাদা কাগজে (এ ফোর সাইজ) চিঠি/প্রতিবেদন লিখতে হবে। গৃহীত চিঠিপত্র ফাউন্ডেশনে নথিবদ্ধ হবার জন্য এটি আবশ্যক।

৩। প্রতি ৩ মাস পর পর অবশ্যই একটি প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। এই প্রতিবেদনে তিন মাসের **লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য** থাকতে হবে। নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী প্রতিবেদন লিখতে হবে। প্রতিবেদনে অবশ্যই প্রতিবেদনের সময়কাল উল্লেখ করতে হবে। **ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফাউন্ডেশনে গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তির শিক্ষাঋণের চেক তৈরি করা হবে, অন্যথা যোগাযোগহীন হিসেবে ঋণ স্থগিত রাখা হবে**। ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পাঠানোর সময়কাল নিম্নরূপ:

প্রতিবেদনের সময়কাল	প্রতিবেদন পাঠানোর সময়কাল
জানুয়ারি-মার্চ	১-১৫ এপ্রিলের মধ্যে
এপ্রিল-জুন	১-১৫ জুলাইয়ের মধ্যে
জুলাই-সেপ্টেম্বর	১-১৫ অক্টোবরের মধ্যে
অক্টোবর-ডিসেম্বর	১-১৫ জানুয়ারির মধ্যে

৪। মেধা লালন প্রকল্পের আওতায় সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ গ্রহণ করছো এমন সকল সদস্যকেই তার শিক্ষা কার্যক্রমের একটা মান বজায় রাখতে হয়। সেজন্য তা মূল্যায়নের প্রয়োজনে প্রতি শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বরপত্র বা ট্রান্সক্রিপ্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি পাঠাতে হবে। সময়মতো নম্বরপত্র না পাঠালে ঋণ প্রদান স্থগিত করা হবে। কোনো কারণে রেজাল্ট খারাপ হলে গেলেও তা গোপন করার চেষ্টা না করে সমস্যা খুলে বলতে হবে; যাতে ফাউন্ডেশন থেকে তা ইতিবাচকভাবে বিবেচনার সুযোগ থাকে।

৫। প্রতিবেদন পাঠানোর সময় ছাড়া অন্য সময়ে কোনো মার্কশিট, প্রশংসাপত্র, প্রত্যায়নপত্র প্রভৃতি ফাউন্ডেশনে পাঠাতে হলে অবশ্যই একটি চিঠি বা কভার লেটার (নাম, সদস্য নম্বর, বিষয় উল্লেখপূর্বক)- এর সাথে সংযুক্ত করে পাঠাতে হবে। নতুবা তা গ্রহণ করা হবে না।

চলমান পাতা /২

৬। একটি কোর্সের সময়কাল যত বছরের (৩/৪/৫) তার প্রতি বর্ষের জন্য একবার করে অনুদান দেয়া হয়। **এজন্য প্রতি বর্ষে উত্তীর্ণ হবার পর ঐ বর্ষে অধ্যয়নের একটি প্রত্যায়নপত্র ফাউন্ডেশনে পাঠাতে হবে**। যেমন- উচচ মাধ্যমিক স্তরে ১ম ও ২য় বর্ষের এবং স্নাতক অথবা ডিপ্লোমা ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের। সেমিস্টার ভিত্তিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিক্ষাবর্ষের বিজোড় সেমিস্টারের প্রত্যায়নপত্র পাঠাতে হবে। প্রত্যায়নপত্রটি বিভাগীয়/কলেজের প্যাডে বিভাগীয় প্রধানের/কলেজের অধ্যক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত হতে হবে। **প্রত্যায়নপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষেই ঋণের কিস্তি প্রদানকালীন সময়ে শিক্ষাঋণের নির্ধারিত টাকার পরিমাণের সাথে** বই ও শিক্ষা-উপকরণ কেনার জন্য অনুদান দেয়া হবে। তবে, অনুদান ঋণের মতো ফেরতযোগ্য নয়।

৭। **ঢাকায় অধ্যয়নরত** মেধা লালন প্রকল্প'র সদস্যদের ফাউন্ডেশনের অফিসে এসে প্রতি তিন মাস পর পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে শিক্ষাঋণের চেক নিয়ে যেতে হবে। চেক নেয়ার সময়কাল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

শিক্ষাঋণের কিস্তি	**চেক নেয়ার সময়**
জানুয়ারি-মার্চ	১৫-৩০ এপ্রিলের মধ্যে
এপ্রিল-জুন	১৫-৩০ জুলাইয়ের মধ্যে
জুলাই-সেপ্টেম্বর	১৫-৩০ অক্টোবরের মধ্যে
অক্টোবর-ডিসেম্বর	১৫-৩০ জানুয়ারির মধ্যে

তবে, চেক নেয়ার আগে ফাউন্ডেশনের অফিসে *০১৭২৭২০৯০৯৮* মোবাইল নম্বরে ফোন করে আসলে ভালো হয়। **ঢাকার বাইরে অধ্যয়নরত** সদস্যদের ঠিকানায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাঋণের চেক 'রেজিস্টার্ড উইথ এডি' ডাকযোগে পাঠানো হবে। কাজেই যথাসময়ে চেক পাবার জন্য **চেক পাঠানোর ঠিকানা সুনির্দিষ্টভাবে ফাউন্ডেশনে জানাতে হবে**। যদি ঠিকানা পরিবর্তন হয় তাহলে তা তৎক্ষণাৎ ফোনের মাধ্যমে জানাতে হবে এবং অতিসত্বর উক্ত ঠিকানা আলাদা একটি কাগজে লিখে চিঠির মাধ্যমে জানাতে হবে, **শুধু খামের উপর লিখে পাঠালে তা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না**। ঢাকায় অধ্যয়নরত সদস্যদের ক্ষেত্রেও ঠিকানা পরিবর্তন হলে তা যথাসময়ে জানাতে হবে।

৮। ঢাকার বাইরে অধ্যয়নরত সদস্যরা চেক পাবার পর **মানি রিসিট** বা প্রাপ্তি-স্বীকারপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ এবং স্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর করে ফাউন্ডেশন থেকে দেয়া খামে ভরে ডাকযোগে ফেরত পাঠাবে। **পূর্ববর্তী কিস্তির মানি রিসিট ফাউন্ডেশনে ফেরত না এলে পরবর্তী কিস্তির শিক্ষাঋণের চেক ইস্যু বা প্রদান করা হবে না।**

৯। অসুস্থতাজনিত অথবা ব্যক্তিগত/পারিবারিক কোনো সমস্যার কারণে কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বা পরীক্ষা সম্পন্ন করতে অক্ষম হলে অবশ্যই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারার বা লেখাপড়ায় অনিয়মিত হয়ে যাবার কারণ উল্লেখপূর্বক, এ ধরনের দুর্ঘটনার পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে (অসুস্থতার ক্ষেত্রে ডাক্তারের দেয়া ব্যবস্থাপত্র ও সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি সহ), যথাযথ আবেদনপত্র ফাউন্ডেশনে পাঠাতে হবে। তাছাড়া, অসুস্থতাজনিত কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে বা পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হলে এ মর্মে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণপত্রও জমা দিতে হবে।

১০। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তনজনিত কারণে কারও শিক্ষাবিরতি ঘটলে ঋণ স্থগিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে, প্রকল্প'র আওতায় শিক্ষাবিরতি সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

আশা করি, উপরোক্ত নিয়মাবলি মনে রেখে তা অনুসরণে এবং ফাউন্ডেশনের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ রক্ষায় তোমরা সচেষ্ট থাকবে।